যুগান্তর

তারিখ ০৯ AUG 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

পাল্টে যাচ্ছে শিক্ষাঙ্গনের সংস্কৃতি ও পরিবেশ

দেশপ্রেমের চশমা

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

শিক্ষা একটি দেশের উন্নয়নের সোপান। জাতিকে শিক্ষিত না করে উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায় না। আর জাতিকে শিক্ষিত করতে হলে মানসম্পন্ন ও উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল মানসম্পন্ন হলে হবে না। ওই শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করতে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ অনুকূল হতে হবে। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলো তাদের শিক্ষাঙ্গনে শৃংখলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। এ জন্য ওই দেশগুলোর শিক্ষার মান উন্নত। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যোগ্য মানবসম্পদ তৈরি করতে পারছে। কিন্তু অনেক উন্নয়নশীল দেশ শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকায় ওই দেশগুলোতে উন্নয়ন পিছিয়ে পড়ছে। বাংলাদেশ শিক্ষা ক্ষেত্রে শৃংখলা ও সুশাসন এবং শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। এ দেশে নানা রকম শিক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে, যা জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি সন্ত্রাস-সহিংসতা সৃষ্টি করে একাডেমিক পরিবেশের ক্ষতি করছে। শিক্ষাঙ্গনে সৃষ্টি হচ্ছে সেশন জট এবং বিঘ্নিত হচ্ছে একাডেমিক ক্যালেন্ডারের যথাযথ অনুসরণ। ছাত্রদের একাডেমিক স্বার্থ নিয়ে ছাত্ররা রাজনীতি করছে না। ছাত্র-রাজনীতি অনেকটা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ মোটেও নির্বিঘ্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অনুকূল নয়।

কী কারণে বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে সুশাসন ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করা যাচ্ছে না সে আলোচনা স্বল্প পরিসরে করা সম্ভব নয়। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, দলীয় রাজনীতির চর্চা উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস-সহিংসতা সৃষ্টির একটি অন্যতম প্রধান কারণ। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধ্যাদেশ মেনে না চলা, নিয়মিত ছাত্র সংসদের নির্বাচন না হওয়া এবং নিয়ম লংঘন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে সরকারি হস্তক্ষেপের কারণেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একাডেমিক পরিচিতি উজ্জ্বল করতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকদের অনেকেই একাডেমিক গবেষণার পরিবর্তে স্বার্থপরতার দলীয় রাজনীতিতে মনোযোগী হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একাডেমিক প্রতিযোগিতার দৌড়ে পিছিয়ে পড়ছে। শিক্ষাঙ্গন সংস্কৃতিতে নতুন নতুন নেতিবাচকতা যুক্ত হওয়ায় ক্রমান্বয়ে শিক্ষার মান নিচে নেমে যাচ্ছে। ব্যতিক্রমীভাবে দু-একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ভালো করছে। তবে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আর্থিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হলেও একাডেমিক মান সুনিশ্চিত করতে পারেনি। এ নিবন্ধে সম্প্রতি উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে যুক্ত হয়েছে এমন কতিপয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হবে—

জঙ্গি তৎপরতা : শিক্ষা মানুষকে মানবিক গুণাবলীসমৃদ্ধ করে। মানুষের মধ্যে পরোপকারিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা অনেক শিক্ষার্থীকে মানবিক গুণাবলীসমৃদ্ধ না করে তাদের সহিংস ও প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলছে। তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করছে মারামারি, কোপাকুপি, খুনোখুনি এবং ধর্মীয় উগ্রবাদ। এতদিন ধরা হতো যে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতরাই কেবল ধর্মীয় উগ্রবাদে প্রভাবিত হয়ে নানা রকম সহিংস কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়। কিন্তু সম্প্রতি সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সম্প্রতি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলপড়ুয়া এবং নামকরা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থ সাউথ ও ব্র্যাকের মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় উগ্রবাদে প্রভাবিত হয়ে জঙ্গি তৎপরতায় জড়িত হয়েছে। কাজেই জঙ্গি তৎপরতার জন্য এখন আর মাদ্রাসাছাত্রদের এককভাবে দায়ী করা যাচ্ছে না। এর ফলে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জঙ্গিবিরোধী মানসিকতা নির্মাণে গৃহীত হচ্ছে নানা রকম উদ্যোগ। এ ব্যাপারে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। শিক্ষার্থীদের গতিবিধির ওপর করা হচ্ছে বিশেষ নজরদারি। কেন উচ্চশিক্ষিত এবং ইংরেজি শিক্ষিত যুবকরা জঙ্গিবাদে আকৃষ্ট হচ্ছে তা নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক গবেষণা। ফলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আলোচনায় জঙ্গি তৎপরতার বিষয়টি এখন প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

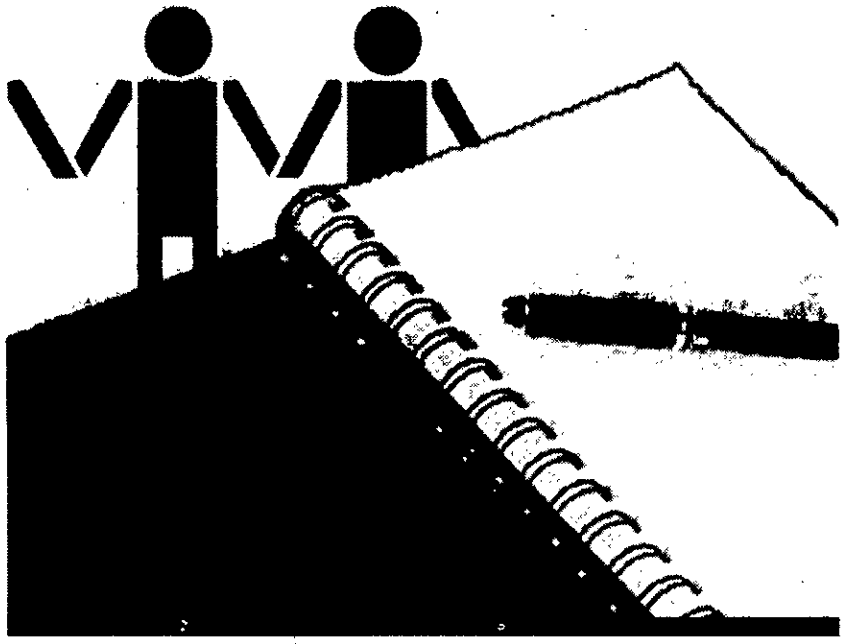

নিখোঁজ সংস্কৃতি : উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস-সহিংসতা, লাশপড়া, হল দখল, সিট দখল, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, আধিপত্য বিস্তারকেন্দ্রিক সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ইত্যাদি বিষয় প্রচলিত ছিল। কিন্তু শিক্ষার্থীদের হারিয়ে যাওয়ার মতো বিষয় এতদিন বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গন সংস্কৃতিতে ছিল না। সম্প্রতি ইংরেজি পড়া যুবকরা জঙ্গিবাদে জড়িত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার পর থেকে শিক্ষাঙ্গনে নিখোঁজ সংস্কৃতি চাউর হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ জঙ্গিবাদে আকৃষ্ট হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি এ বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর শিক্ষাঙ্গনে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া বেড়েছে। কতিপয় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিভাগীয় সভাপতিদের চিঠি দিয়ে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছেন। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি এবং প্রতিটি বিভাগীয় লাইব্রেরিতে যেসব ধর্মীয় বইপুস্তক আছে তার তালিকা চেয়ে পাঠানো হয়েছে। জঙ্গিবাদবিরোধী মানসিকতা তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকরা মানববন্ধন করছেন। কোনো শিক্ষার্থী দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকলে তার দিকে সন্দেহের তীর নিক্ষেপিত হচ্ছে। আগে স্কুলে ছোট শিশুদের হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বাবা-মা সতর্ক থাকতেন। এখন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের নিখোঁজ হয়ে জঙ্গিবাদে জড়িত হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। এহেন নিখোঁজ সংস্কৃতি চালু হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা বেড়েছে। একদিন ছেলের ফোন না পেলেই তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন। সন্তান বাসায় ফিরতে দেরি করলেই অভিভাবক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন।

হোলি খেলা : শিক্ষাঙ্গনে নানা রকম অনুষ্ঠান পালিত হয়। তার মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় দিবস এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানও রয়েছে। সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন থেকে এ দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাদের বিদ্যাদেবী সরস্বতীর পূজা পালন করে আসছেন। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা এ পূজার আয়োজন করেন। এ ছাড়া সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের অন্য কোনো ধর্মীয় উৎসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তেমন একটা পালিত হতে দেখা যায় না। তবে বছর পাঁচেক হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে হোলি খেলার প্রচলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০১৩ সালের চারুকলার হোলি খেলার ছবি ওই বছর ২৯ মার্চ যুগান্তর পত্রিকায়ও ছাপা হয়েছে। ওই ছবিতে দেখা যাচ্ছে, হোলি খেলার অংশ হিসেবে নারী শিক্ষার্থীরা একে অপরকে রং মাখিয়ে রঙিন হচ্ছেন। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হয়তো এ হোলি খেলার সংস্কৃতি অন্যান্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়বে। সমাজ গবেষকদের অনেকে বলছেন, ভারতীয় স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলোর একতরফা প্রচার ও প্রভাবে প্রভাবিত হয়েই হয়তো শিক্ষার্থীরা শিক্ষাঙ্গনে হোলি খেলার প্রচলন করেছেন।

ছাত্র-রাজনীতিতে ক্যাডারদের প্রাধান্য : শিক্ষাঙ্গনে প্রচলিত ছাত্র-রাজনীতির নেতৃত্বে আগে ভালো ও মেধাবী ছাত্রদের দেখা যেত। তোফায়েল আহমেদ, রাশেদ খান মেনন, মতিয়া চৌধুরী, নূরে আলম সিদ্দিকী, আ স ম আবদুর রব, মাহমুদুর রহমান মান্না প্রমুখ ছাত্রনেতা কেবল ছাত্রনেতাই ছিলেন না, তারা মেধাবী ছাত্রও ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি ছাত্র নেতৃত্বে মেধাবীদের চেয়ে ক্যাডারদের সমাবেশ ঘটছে বেশি। শিক্ষাঙ্গনে নির্বাচনহীনতার সংস্কৃতি চালু হওয়ায় মেধাবী ও জনপ্রিয় শিক্ষার্থীরা ছাত্র-রাজনীতির নেতৃত্বে আসতে পারছেন না। প্রতিবছর ছাত্র সংসদের নির্বাচন হলে এমনটি হতে পারত না। তখন সাধারণ শিক্ষার্থীরা জনপ্রিয় ও মেধাবীদের ভোট দিয়ে ছাত্র-রাজনীতির নেতৃত্বে আনতে পারতেন। এখন নির্বাচন নেই। ফলে নেতা হতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভোটের দরকার হয় না। কাজেই দলীয় মুরুব্বিদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে ক্যাডাররাই এখন শক্তি প্রয়োগ করে ছাত্র নেতৃত্বে চলে আসছে। এরা নিয়োগ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ব্যাপারেই অযাচিত হস্তক্ষেপ করছে। এর ফলে ছাত্র-রাজনীতিতে ক্যাডারদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। ফলে শিক্ষাঙ্গনের শৃংখলা ও সুশাসন বিঘ্নিত হচ্ছে।

গায়ে হলুদ : স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় হল একাডেমিক প্রতিষ্ঠান। এগুলো সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়, এসব প্রতিষ্ঠানে এখন একাডেমিক কাজের চেয়ে রাজনৈতিক কাজ বেশি হয়। সম্প্রতি এসব প্রতিষ্ঠানে সামাজিক কর্মকাণ্ডও শুরু হয়ে গেছে। কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ বা সেমিনার হোক বা না হোক, এসব প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে হরহামেশাই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একাডেমিক কর্মকাণ্ড যত কমছে, ততই বাড়ছে রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড। ২২ জুলাই রাজধানীর গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের ছাত্রলীগের সহসভাপতি মাসুমা আকতার পলির গায়ে হলুদ কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে কলেজে হওয়ার কথা একাডেমিক অনুষ্ঠান, সেমিনার বা আলোচনা সভা, সেখানে কলেজ ক্যাম্পাসে জমকালো মঞ্চ সাজিয়ে ছাত্রলীগ নেত্রীর গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান হতে পারে কিনা সে বিষয়ে কথা উঠেছে। এ উদাহরণ থেকে অনুধাবন করা যায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমান্বয়ে একাডেমিক চরিত্র হারিয়ে ফেলছে এবং এগুলোর রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য প্রকট হচ্ছে। এ বিষয়ে সতর্ক না হলে আর কিছুদিনের মধ্যেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে কনফারেন্স, সেমিনারের পরিবর্তে খৎনা, আকিকা, আকদ, বৌভাত ও মেজবানের মতো সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার প্রচলন শুরু হবে।

মেসে বসবাসকারীদের মধ্যে ভীতি : উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সংকট প্রকট হওয়ায় অনেক শিক্ষার্থী মেসে থেকে লেখাপড়া করেন। সম্প্রতি শিক্ষাঙ্গনে জঙ্গিবাদী তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পুলিশি নজরদারি বেড়েছে। পুলিশ কোন মেসে কারা থাকছেন সেসব বিষয়ে নজরদারি করছে। এ কারণে মেসে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতংক বিরাজ করছে। কখন পুলিশ মেস ঘিরে ফেলে, কখন জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে, এমন আশংকার মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন মেসে বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা। মেসে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের মধ্যেও তাদের সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে শংকা সৃষ্টি হয়েছে। এমন আতংকের মধ্যে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে।

এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, শিক্ষাঙ্গন সংস্কৃতিতে সম্প্রতি নতুন নতুন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যুক্ত হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মানসিকতায়ও আসছে নতুন পরিবর্তন। শিক্ষাঙ্গন সংস্কৃতিকে ইতিবাচক আকৃতি দিতে সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকতর সতর্কতা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা থাকা দরকার।

ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার : *অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*
akhtermy@gmail.com